# কৃষি বিভাগের "কৃষক বন্ধু" প্রকল্পের প্রামাণ্য কার্যপ্রণালী
# ("দুয়ারে সরকার" অভিযান)

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

১) চাষ শুরুর আগে কৃষকদের কৃষি উপকরণ ক্রয়ের জন্য সহায়তা।

২) অসময়ে কৃষকের মৃত্যুতে তাঁর পরিবারকে আর্থিক সুরক্ষা প্রদান।

**প্রকল্পের অংশ:**

ক) "কৃষক বন্ধু" (সুনিশ্চিত আয়) প্রকল্প

খ) "কৃষক বন্ধু" (মৃত্যুজনিত সহায়তা) প্রকল্প

**প্রকল্পের সুবিধা:**

ক) "কৃষক বন্ধু" (সুনিশ্চিত আয়) প্রকল্পে নথিভুক্ত কৃষক ও ভাগচাষী এক একর বা তার অধিক কৃষিযোগ্য জমির জন্য বছরে ৫০০০/- টাকা সহায়তা পাওয়ার যোগ্য। এক একরের কম জমির জন্য আনুপাতিক হারে সহায়তা পাবেন। তবে বছরে নূন্যতম ২০০০/- টাকা পাবেন। এই টাকা দুই কিস্তিতে পাবেন। প্রথমটি খরিফ মুরশুমে ও দ্বিতীয় কিস্তি রবি মুরশুমে।

খ) "কৃষক বন্ধু" (মৃত্যুজনিত সহায়তা) প্রকল্পে ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সের কৃষক বা নথিভুক্ত ভাগচাষীর মৃত্যুতে তাঁর আইন সম্মত উত্তরাধিকারী (রা) এককালীন দুই লক্ষ টাকা সহায়তা পাওয়ার যোগ্য। সংশ্লিষ্ট ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক আইন সম্মত উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দেবেন।

## "কৃষকবন্ধু" (সুনিশ্চিত আয়) প্রকল্পের প্রামাণ্য কার্যপ্রণালী

**প্রকল্পটির অধীনে আসার যোগ্যতা:**

কৃষকদের নিজ নামে কৃষিযোগ্য জমির পরচা / পাট্টা / বনবিভাগের পাট্টা থাকতে হবে অথবা নিবন্ধীকৃত ভাগচাষী হতে হবে।

**গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে নিবন্ধীকরণের পদ্ধতি:**

১) যে গ্রাম পঞ্চায়েতে সর্বাধিক কৃষিজমি আছে কৃষকদের সেইখানে নিবন্ধীকৃত হতে হবে।

২) কৃষককে নিম্নলিখিত মূল নথি দেখাইয়া একটি করে প্রতিলিপি দরখাস্তের সাথে যুক্ত করে দিতে হবে।

- সাম্প্রতিক চাষযোগ্য জমির পরচা / বর্গা নিবন্ধীকরণের নথি / পাট্টা বা বনবিভাগের পাট্টার নথি।
- বৈধ ভোটার কার্ড (আবশ্যিক)
- আধার কার্ড (ঐচ্ছিক)
- ব্যাঙ্ক পাসবুক / বাতিল ব্যাঙ্ক চেক
- পাসপোর্ট সাইজের সাম্প্রতিক একটি ছবি
- চালু মোবাইল ফোন নাম্বার

৩) কৃষকের দরখাস্ত গৃহীত হলে "কৃষক বন্ধু" আপের মাধ্যমে যাচাই করা হবে (ইন্টারনেট সংযোগ উপলব্ধ হলে) এবং তাঁকে প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ দেওয়া হবে।

**দরখাস্ত অনুমোদনের পদ্ধতি:**

১) "দুয়ারে সরকার" শিবিরে দরখাস্তের ডিজিটাইজেশন সম্ভব না হলে (ইন্টারনেট সংযোগের অভাবে) সেটি সংশ্লিষ্ট ব্লক কৃষি দপ্তরে "কৃষক বন্ধু" আপের মাধ্যমে ডিজিটাইজড করে একনলেজমেন্ট আই ডি সংগ্রহ করে "কৃষক বন্ধু" পোর্টালে সংযুক্ত করা হবে।

২) সংশ্লিষ্ট সহকৃষি অধিকর্তা দরখাস্তের বিশদ তথ্য যাচাই করবেন।

৩) দরখাস্তের সব তথ্য সঠিক হলে সহ কৃষি অধিকর্তার অনুমোদনের পরে সেটি নিবন্ধীকৃত হবে। যদি দরখাস্তের বিবরণ সঠিক না হয় সেটি বাতিল হবে এবং দরখাস্তকারী বাতিলের কারণ এস.এম.এস এর মাধ্যমে জানতে পারবেন।

৪) অনুমোদিত ও বাতিল কৃষকদের তথ্য "কৃষক বন্ধু" পোর্টালে রক্ষিত থাকবে।

**সহায়তা প্রদানের পদ্ধতি:**

১) প্রতি মুরশুমের (খরিফ বা রবি) স্থিরিকৃত একটি দিন পর্যন্ত নথিভুক্ত উপভোক্তাদের তালিকা "কৃষক বন্ধু" পোর্টাল থেকে সংগ্রহ করে ওয়েবেল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের কাছে সরাসরি সহায়তা প্রদানের জন্য পাঠাবেন।

২) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক একাউন্ট যাচাই করে অনলাইনে সরাসরি উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক একাউন্টে টাকা প্রদান করবেন।

৩) ভুল ব্যাঙ্ক একাউন্ট সংশ্লিষ্ট সহকৃষি অধিকর্তার কাছে সংশোধনের জন্য পাঠানো হবে।

**প্রায়শ জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন:**

১) কে এই প্রকল্পে সহায়তা পাওয়ার যোগ্য?

**উত্তর:** নিজ নামে পরচা থাকা যে কোনো কৃষক ও নথিভুক্ত ভাগচাষী।

২) দরখাস্তের সাথে কি কি নথি যুক্ত করতে হবে?

**উত্তর:** ভোটার কার্ড, পরচা, ব্যাঙ্ক পাসবুকের প্রথম পাতা / বাতিল চেক (যাচাই এর জন্য মূল নথি সঙ্গে আনতে হবে) এর একটি করে প্রতিলিপি এবং পাসপোর্ট সাইজের সাম্প্রতিক একটি ছবি।

৩) দরখাস্তকারী কি প্রাপ্তি স্বীকারের রসিদ পাবেন?

**উত্তর:** হ্যাঁ, তাঁরা প্রাপ্তি স্বীকারের রসিদ পাবেন।

৪) কত টাকা সহায়তা পাবেন?

**উত্তর:** প্রতি বছরে সর্বাধিক ৫০০০/- টাকা ও সর্বনিম্ন ২০০০/- টাকা পাবেন। অনুমোদিত সহায়তার পরিমাণের ৫০% করে দুই সমান কিস্তিতে পাবেন।

৫) কি রূপে টাকা পাবেন?

**উত্তর:** উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক একাউন্টে সরাসরি টাকা ঢুকে যাবে (DBT)।

৬) কৃষকরা কি দরখাস্ত পূরণের ব্যাপারে কোনো সাহায্য পাবেন?

**উত্তর:** হ্যাঁ, বাংলায় ছাপা দরখাস্ত শিবির থেকেই পাওয়া যাবে এবং সরকার মনোনীত ব্যক্তি দরখাস্ত পূরণে সাহায্য করবেন।

## কৃষক বন্ধু (মৃত্যুজনিত সহায়তা) প্রকল্পের প্রামাণ্য কার্যপ্রণালী

**প্রকল্পটির অধীনে আসার যোগ্যতা:**

এই প্রকল্পে ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সী কৃষক অথবা নথিভুক্ত ভাগচাষীর মৃত্যু হলে তাঁর আইন সম্মত উত্তরাধিকারী (গণ) এককালীন দুই লক্ষ টাকা সহায়তা পাওয়া যোগ্য হতে পারেন।

**গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে আবেদন করার পদ্ধতি:**

- যোগ্য দাবিদার (গণ) "দুয়ারে সরকার" শিবির থেকে আবেদন পত্র পাবেন।
- নিম্নলিখিত নথিসহ পূরণ করা আবেদন পত্র ঐ শিবিরে জমা দেবেন-

  ১) মৃত কৃষক বা নথিভুক্ত ভাগচাষীর সচিত্র পরিচয় পত্রের প্রত্যায়িত প্রতিলিপি (ভোটার কার্ড / আধার কার্ড / প্যান কার্ড / পাসপোর্ট প্রভৃতি)

  ২) মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর শংসাপত্রের প্রতিলিপি।

  ৩) সংশ্লিষ্ট ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক আইন সম্মত উত্তরাধিকারী (গণ) এর শংসাপত্র দেবেন।

  ৪) মৃত কৃষক বা নথিভুক্ত ভাগচাষীর নামে জমির সাম্প্রতিক পরচার প্রত্যায়িত প্রতিলিপি।

  ৫) দাবিদার (গণ) শিবিরে সরবরাহ করা স্বঘোষণা পত্র দরখাস্তের সাথে জমা দেবেন। নাবালক আবেদনকারীর ক্ষেত্রে স্বঘোষণা পত্রের সাথে স্বাভাবিক / আইন সম্মত অভিভাবকের ঘোষণাপত্র পেশ করতে হবে।

  (মূল নথি যাচাই এর জন্য সঙ্গে আনতে হবে)

**দরখাস্ত অনুমোদনের পদ্ধতি:**

১) নথিসহ পরীক্ষার পরে দরখাস্তটি সম্পূর্ণ ও যথাযথ হলে সংশ্লিষ্ট সহ কৃষি অধিকর্তা আবেদনপত্রটি সেই মহকুমার সহ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) এর কাছে পাঠাবেন।

২) সহ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) আবেদনপত্রটি যথাযথ ভাবে পরীক্ষার পর অনুমোদন করে সম্পূর্ণ তথ্যসহ সেই জেলার উপ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) এর মাধ্যমে রাজ্যস্তরে পাঠাবেন।

৩) রাজ্যস্তরে কৃষি অধিকর্তা দাবিদার (গণ) এর ব্যাঙ্ক একাউন্টে সরাসরি সহায়তা প্রদানের (DBT) জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাংকে নির্দেশ পাঠাবেন।

৪) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অর্থ দাবিদার (গণ) এর ব্যাঙ্ক একাউন্টে অনলাইনে সরাসরি পাঠিয়ে দেবেন।

**প্রায়শ জিজ্ঞাসা প্রশ্ন:**

১) নির্দিষ্ট আবেদনপত্র আবেদনকারী (গণ) কোথায় পাবেন?

**উত্তর:** আবেদন পত্র "দুয়ারে সরকার" শিবির থেকে পাবেন। এছাড়াও www.matirkatha.gov.in অথবা www.matirkatha.net ওয়েবসাইট থেকেও সংগ্রহ করতে পারবেন।

২) কে আইনসম্মত উত্তরাধিকারী (গণ) এর শংসাপত্র দেবেন?

**উত্তর:** সংশ্লিষ্ট ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (BDO) দেবেন।

৩) "দুয়ারে সরকার" শিবিরে কি আবেদনপত্র জমা দেওয়া যাবে?

**উত্তর:** হ্যাঁ, ঐ শিবিরেই আবেদনপত্র জমা করা যাবে।

৪) যদি দাবিদার একাধিক হয় তাহলে কি প্রতি দাবিদার দুই লক্ষ টাকা পাবেন?

**উত্তর:** না, মৃতের পরিবার সর্বমোট দুই লক্ষ টাকা পাবেন। একাধিক দাবিদার থাকলে ঐ দুই লক্ষ টাকা নথি অনুযায়ী দাবিদারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।